একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিসিক্ত

উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়
দেশ গড়বো সমাজসেবায়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদপ্তর,
গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
www.dss.gov.bd

নম্বর: ৪১.০১.০০০০.০২০.০৬.০০৩.২৪.২৩৭

তারিখ: ২০ চৈত্র ১৪৩০ / ০৩ এপ্রিল ২০২৪

বিজ্ঞপ্তি

সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা ও এর আওতাধীন বিভাগ এবং জেলা সমূহের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মার্চ ২০২৪ মাসের মাসিক সমন্বয় সভা আগামী ০৯ এপ্রিল ২০২৪ মঙ্গলবার সকাল ১০.০০ টায় জুম প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় উপপরিচালক ও তদুর্দ্ধ কর্মকর্তাগণকে জুম প্লাটফর্মে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়:

ক. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০২ নভেম্বর ২০১৪ এ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদানকৃত নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
খ. নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
গ. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
ঘ. এপিএ বাস্তবায়ন;
ঙ. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;
চ. জেলা প্রশাসক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;
ছ. ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা; নথি শ্রেণি বিন্যাস, নথি বিনষ্টকরণ, নথি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি;
জ. সংস্থাপন সেল সম্পর্কিত;
ঝ. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা সম্পর্কিত;
ঞ. সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা সম্পর্কিত;
ট. প্রতিষ্ঠান অধিশাখা সম্পর্কিত;
ঠ. কার্যক্রম অধিশাখা সম্পর্কিত;
ড. প্রশাসন ও অর্থ অধিশাখা সম্পর্কিত;
ঢ. পেন্ডিং তালিকা;
ণ. সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কিত; এবং
ত. বিবিধ।

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89413119950?pwd=fEL2EBlqFKpvyVZAZrou7yXsXYp72u.1
Zoom Id: 894 1311 9950
Passcode: 909845

সৈয়দ মোঃ নূরুল বাসির
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ফোন : ৫৫০০৭০২২
ই-মেইল: director-admin@dss.gov.bd

সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

১. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

২. মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩. পরিচালক (কার্যক্রম/প্রতিষ্ঠান/সামাজিক নিরাপত্তা), সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, (সকল)।
৫. জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬. কর্মসূচি পরিচালক, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুর্নবাসন কেন্দ্র/প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭. প্রকল্প পরিচালক ও উপসচিব, ৬৪ জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প/সরকারি শিশু পরিবার ও ছোটমনি নিবাস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৮. উপ-প্রকল্প পরিচালক, Cash Transfer Modernization (CTM), সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত পরিচালক(সকল), সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১০. অধ্যক্ষ, জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা।
১১. অধ্যক্ষ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, ঢাকা।
১২. উপপরিচালক (সকল), সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা, ।
১৩. উপপরিচালক, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।
১৪. অধ্যক্ষ (উপপরিচালক), মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান, রউফাবাদ, চট্রগ্রাম।
১৫. উপপরিচালক (সকল), জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ।
১৬. উপপরিচালক, ইআরসিপিএইচ, টংগী, গাজীপুর।
১৭. মহাব্যবস্থাপক (সকল), এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ।
১৮. তত্ত্বাবধায়ক, কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী/গাজীপুর/যশোর।
১৯. দপ্তর প্রশাসক, ডি-নথি সিস্টেম, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২০. সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১,২/অর্থ/সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা/গুদাম ও যানবাহন), সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২১. জনাব.....।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী
১৩ মার্চ ২০২৪

সভাপতি : ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক (গ্রেড-১), সমাজসেবা অধিদপ্তর
তারিখ ও সময় : ১৩ মার্চ ২০২৪, সকাল: ১০.০০ টা

সভাপতি কর্তৃক জুম প্লাটফর্মে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। তিনি বলেন যে, মার্চ মাস প্রত্যেক বাঙালির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস। ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে ৭ মার্চে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। এরপর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ ৯ (নয়) মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ স্বাধীনতা অর্জিত হয়। স্বাধীনতা আমাদের জীবনে অনন্য তাৎপর্য্য বহন করে নিয়ে এসেছে। ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি জাতীয় পতাকা। আমরা আজ স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। সেই সাথে স্মরণ করছি সকল শহীদের। সভাপতি বলেন যে, আজকের সভায় নবনিযুক্ত ৩২ জন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা যুক্ত আছেন। তিনি সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কে সভা শুরু করার জন্য অনুরোধ জানান।

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে কার্যপত্রের আলোকে সভা পরিচালনার জন্য উপপরিচালক (গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ)-কে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানান। সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১। আলোচ্য বিষয়: ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ

আলোচনা: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোনো সংশোধন/সংযোজনের প্রস্তাব না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণের বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন: সংশ্লিষ্ট সকল

২। আলোচ্য বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০২ নভেম্বর ২০১৪-এ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদানকৃত নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

আলোচনা: উপপরিচালক (গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ) জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০২ নভেম্বর, ২০১৪ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে ১১টি নির্দেশনা ও ৩টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এ সকল নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতি মাসে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সেজন্য প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে এ সংক্রান্ত গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখায় প্রেরণ করা অত্যাবশ্যক। যাতে পরবর্তী মাসের ০১ তারিখের মধ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হয়। নিম্নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হলো:

২.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা:

২.১.১ **প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার মধ্যে অন্যতম প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন ও বিকাশ নিশ্চিত করা। সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র, সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, পিএইচটি সেন্টারের মাধ্যমে এ নির্দেশনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ যাবত ১৬৩৫ জনকে শিক্ষা ও ৭০৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.১.২ **উন্নয়ন ও রাজস্বভুক্তদের মধ্যকার মামলা নিষ্পত্তি:** এ বিষয়টি মহামান্য আপীল বিভাগ কর্তৃক নিষ্পন্ন হয়েছে।
সমাজসেবার জনবল বৃদ্ধি ও অর্গানোগ্রাম: এ যাবত ২১টি প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বমোট ১২৩৮৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১১৩৩টি পদ সৃজিত হয়েছে। পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে জনাব মোহা. কামরুজ্জামান, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, ইতোমধ্যে সংস্থাপন সেল থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অর্গানোগ্রাম পাঠানো হয়। অনুমোদন হয়নি। সম্প্রতি মহাপরিচালক কর্তৃক

স্বাক্ষরিত অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮ টি শান্তি নিবাসের জন্য আউটসোর্সিং এর জনবল ১৯২টির মধ্যে ১২০টি পাওয়া গেছে।

২.১.৩ **সমাজসেবা অফিসারের পদ ক্যাডারভুক্তকরণ:** এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.১.৪ **শূন্য পদ পূরণ:** সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে এ যাবত ৫২৭৬টি পদ পূরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কর্মকর্তা ১৪৮০ জন ও কর্মচারী ৩৭৯৬ জন। এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

২.১.৫ **শিশু সুরক্ষা ও প্রবীণ কল্যাণ:** প্রবীণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিশু পরিবারে ১০টি আসন প্রবীণদের জন্য সংরক্ষণ ও ২৫ শয্যাবিশিষ্ট ৮টি শান্তিনিবাস স্থাপন করা হয়েছে।

২.১.৬ **পথশিশুদের পুনর্বাসন:** সিএসপিবি প্রকল্প ও শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে এ নির্দেশনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৬২৫৮ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২.১.৭ **সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ:** প্রতিবছর সামাজিক নিরাপত্তার আওতা সম্প্রসারিত হচ্ছে। ২০১৪ সাল থেকে বয়স্ক ভাতা ১১৩%, বিধবা ভাতা ১৫৪%, প্রতিবন্ধী ভাতার ক্ষেত্রে ৬২৫%, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি ১০০%, ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট ৮৫% এবং ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বরাদ্দ ১৯০৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.১.৮ **দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী 'জাতীয় সমন্বিত সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৯' প্রণীত হয়েছে। নীতিমালার আলোকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সকল প্রকার ক্ষুদ্রঋণের সার্ভিস চার্জ ৫% এবং ঋণসীমা সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

২.১.৯ **অতি দরিদ্র, প্রবীণ, দুস্থ, বিধবা ও প্রতিবন্ধী সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম মনিটরিং:** সমাজসেবা অধিদপ্তরের এমআইএস এর মাধ্যমে মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সিটিএম এবং ওপিসি এর মাধ্যমে মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.১.১০ **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন:** প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য আমাদের কর্মসূচি রয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভাতা, উপবৃত্তি, প্রশিক্ষণের বাইরে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমেও তাদের পুনর্বাসনের কাজ হচ্ছে।

২.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন: এ কার্যক্রমটি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কর্মসূচি পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) বলেন, "শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন" বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নির্দেশনা এসেছিলো। গোপালগঞ্জের আদলে দেশের ৬৩ জেলাতে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হবে। ইতোমধ্যে ১৩টি'র প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবের বিষয় মাননীয় মন্ত্রী একটি সভা করবেন মর্মে সম্মতি জানিয়েছেন। ১৩ জেলাতে আপাতত ১৩ প্রতিষ্ঠান করা হবে। যেখানে যেখানে জমি পাওয়া গেছে এবং যেখানে জমি পাওয়া যায়নি সেখানে জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। পরের ফেইজে বাকি জেলাসমূহে বাস্তবায়ন করা হবে।

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় অবস্থিত সরকারি দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের আদলে দেশের সকল জেলায় প্রতিবন্ধী ও দুস্থ পথ শিশু আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপনের প্রতিশ্রুতি ১৩টি শেখ রাসেল পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে জনবলের প্রস্তাবসহ সংশোধিত ডিপিপি ৫.৯.২০২৩ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.২.১ **৬৪ জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স স্থাপন:** ইতোমধ্যে ২২টি জেলার জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ৩২টি জেলায় কমপ্লেক্স স্থাপনের কাজ চলমান । এ বিষয়ে অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, এটির সংশোধনী হচ্ছে। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সাথে একটি সভা হয়েছে। এটি এখন ২য় এবং ৩য় ফেজে হবে না সব একসাথে ২য় পর্যায়ে হবে সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীর সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে একসাথে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪২টি সমাজসেবা কার্যালয় স্থাপন করা হবে। আর একটি প্রকল্প আছে, যেসব জেলায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভূমি আছে তার মধ্যে ১৩টি জেলা বাছাই করে প্রকল্প নেয়া হয়েছে। দুটি ভবন হবে, কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন হবে। এটি ১৮/১২/২৩ এ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে তবে তা এখনও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি। চাঁদপুরে আরও ৭টি সেন্টারের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে।

সিদ্ধান্ত: প্রতিমাসের ২৫ তারিখের মধ্যে গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ/সামাজিক নিরাপত্তা/প্রতিষ্ঠান/কার্যক্রম) এবং উপপরিচালক (গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ) ।

৩। **আলোচ্য বিষয়:** নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

আলোচনা : উপপরিচালক (গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ) জানান যে, নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। গত সভায় মহাপরিচালক মহোদয় নির্দশনা প্রদান করেছিলেন যে, নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৪ এর সাথে ২০১৮ এর সমন্বয় করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করার জন্য। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করা হয়েছে। তারা জানিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে নির্দেশনা পাওয়া যায় নি। এ বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, এটা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিষয় না। এই বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সেখান থেকে বলা হয়েছে আপতত পূর্বের ইশতেহার অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ ও নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৪-এ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সমন্বয়ের বিষয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এবং উপপরিচালক (গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ) ।

৪। **আলোচ্য বিষয়:** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

আলোচনাঃ ১। উপপরিচালক (এপিএ, ইনোভেশন ও সেবা সহজীকরণ) জানান যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ২য় প্রান্তিকের প্রতিবেদন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। এখন ৩য় প্রান্তিকের প্রতিবেদনের জন্য প্রস্তুতি চলছে।

সিদ্ধান্ত: জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এবং উপপরিচালক (এপিএ, ইনোভেশন ও সেবা সহজীকরণ) ।

৫। **আলোচ্য বিষয়:** এপিএ বাস্তবায়ন

আলোচনা: উপপরিচালক (এপিএ, ইনোভেশন ও সেবা সহজীকরণ) জানান যে, এপিএ, ইনোভেশন ও সেবা সহজীকরণ একটি নবসৃষ্ট শাখা। এপিএ বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট ৫টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সাথে বসে অগ্রগতির বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে। কোথাও কোনো শূন্যতা থাকলে তা পুরণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত: এপিএ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পাদন করতে হবে।

বাস্তবায়ন: পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এবং উপপরিচালক (এপিএ, ইনোভেশন ও সেবা সহজীকরণ) ।

৬। **আলোচ্য বিষয়:** ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

আলোচনা: ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে দপ্তর প্রশাসক ও উপাধ্যক্ষ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম জানান যে, এ মাসে গত মাসের চেয়ে অগ্রগতি বেশ ভালো। গত মাসের অর্জন ছিল ৬৬%। তিনি আরো বলেন, বিভাগীয় পরিচালক স্যারদের বলবো যে, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় হতেই শুধু রিপোর্ট আসছে। সকল উপপরিচালক-কে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, যেসকল উপজেলা, ইউসিডি, শিশু পরিবার এবং যে জেলায় আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে যেগুলো ডি নথির আওতায় আছে, একই সাথে শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে সেসকল প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট সমন্বয় করে রিপোর্ট দিতে হবে। সকল পরিচালক ও উপপরিচালকের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। যেখানে আমরা ৫০-৫৬ তে ছিলাম, সে জায়গাটাতে ৭১ এ চলে আসতে পেরেছি বলে তিনি উল্লেখ করেন। এটি আগামী কোয়ার্টারের ৩১ মার্চ এর মধ্যে ৮০% করতে হবে। সবাই আন্তরিক হলে আর বাকী ৯% অর্জন করা সম্ভব বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

১। সমাজসেবা অধিদপ্তরের ডি-নথি সিস্টেমের দপ্তর প্রশাসক ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসের ডি-নথি ব্যবহার সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। আলোচনাকালে ডি নথিতে চট্রগ্রামের ৯টি প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভূক্তিকরণের জন্য জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অন্তর্ভূক্ত করার কথা উল্লেখ করা হয়। দপ্তর প্রশাসক আরও বলেন, এটুআই এর সাথে কথা হয়েছে। পরবর্তীতে, ইউসিডি, শিশু পরিবার, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং শেখ রাসেলসহ সকল প্রতিষ্ঠানকে পর্যায়ক্রমিকভাবে লাইভে আনা হবে।

২। গাজীপুর জেলার ডি-নথির ব্যবহার ৫০% থেকে ৭৫% হয়েছে। এজন্য উপপরিচালক, গাজীপুরকে অভিনন্দন জানানো হয়।

৩। টাঙ্গাইল জেলার ডি-নথির ব্যবহার আগামী সমন্বয় সভার আগেই ৮০% এ উন্নীত করতে হবে। পত্র জারি হয়েছে ৯৪টি হয়েছে। ৭৮টি ডি নথিতে এবং ১৬টি হার্ড নথিতে নিষ্পন্ন হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: ডি-নথির ব্যবহার ৮০% বা তদুর্ধ্বে উন্নীত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: দপ্তর প্রশাসক, ডি-নথি সিস্টেম, উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও অন্যান্য জেলা।

৭। **আলোচ্য বিষয়:** সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা শাখা

আলোচনা: ১। সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব মোহা. কামরুজ্জামান বলেন, নতুন পদ সৃজন এবং স্কেল আপগ্রেডেশনের বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয় নিজে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গিয়েছেন। পদনাম পরিবর্তনের জন্য একটি সভা ইতোমধ্যে করা হয়েছে। বড় ভাইয়া, খালাম্মা, উপতত্ত্বাবধায়ক, প্রবেশন অফিসার পদ আপগ্রেডেশনের জন্য অতি দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে তিনি জানান।

নিয়োগবিধি সংশোধনের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, মাঠ পর্যায় থেকে যেসব আপত্তি ছিলো সেসকল আপত্তি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। একটি সভা করে তারপরে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া ৯ম গ্রেড বা তদূর্ধ কর্মকর্তাদের গ্রেডেশন তালিকাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি প্রায় চুড়ান্ত পর্যায়ে আছে। একটি সভা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং দ্রুততার সাথেই এটি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

আপগ্রেডেশন এর বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী একটু সময় চেয়েছেন। তিনি আশ্বস্ত করেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়োগবিধি সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করা হবে। আগামীকাল মাননীয় মন্ত্রী সমাজসেবা অধিদপ্তরের ১০টি প্রকল্পের বিষয়ে সভা করবেন, তখন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: ১। পদ সৃজনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

২। স্কেল আপগ্রেডেশনের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: সংস্থাপন সেল এবং সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা শাখা ।

৮। **আলোচ্য বিষয়:** পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা

আলোচনা: গত সভায় প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া প্রকল্প পরিচালকদের নামের তালিকা পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে মহাপরিচালক বলেন যে, শুধুমাত্র জনাব মোহাঃ কামরুজ্জামান সাহেবই নন বিভাগীয় পরিচালকগণ তথ্য উপস্থাপন করবেন। কে কয়টি প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন তাও জানাতে হবে।

প্রকল্প বিষয়ে জনাব মোহাঃ কামরুজ্জামান, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জানান সরকারি শিশু পরিবার নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের নকশায় মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশে কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। তবে এখনো তা আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। অন্যদিকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আরো কিছু প্রকল্প একনেকে যাবে। মাননীয় মন্ত্রী প্রকল্পসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন।এই প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। শিশু পরিবার প্রকল্পের কাজে মেটেরিয়াল খারাপ, লেবার নেই, কাজ ভালো হচ্ছে না- এমন কিছু দেখা গেলে সাথে সাথে ছবি ও অন্যান্য তথ্যসহ জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। চলতি অর্থবছরে ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সমস্ত অর্থ যাতে খরচ করা যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।

অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জানান যে, ইতোমধ্যে ৩৩টি জনবলের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ৬২২টি জনবল সেবা ক্রয়ের প্রস্তাবের বিপরীতে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ২৬৮টি জনবলের অনুমোদন পাওয়া গেছে। এই জনবল থেকে ২২ জেলা কমপ্লেক্সে জনবল প্রদান করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত: ১। প্রকল্প পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যহত রাখতে হবে।

২। প্রকল্পের যথাযথ গুণগত মান বজায় রেখে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় (সকল), প্রকল্প পরিচালক (সকল) ও অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ।

৯। **আলোচ্য বিষয়:** সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখার কার্যক্রম সম্পর্কিত

আলোচনা:

৯.১ সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি বিষয়ে পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা) ড. মোঃ মোকতার হোসেন বলেন যে, গাইবান্ধা ৮৭.৪৩% এবং গোপালগঞ্জ ৮৭.৪৬% তৃতীয় কিস্তির পেরোল প্রেরণ করতে পেরেছে। পেরোল কম হওয়ার বিষয়টি সভাকে অবহিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, রংপুর জানান যে, বিভাগের গোবিন্দগঞ্জ ও সাদুল্লাপুর উপজেলা চেয়াম্যান পদত্যাগ করে এমপি নির্বাচন করেন। তাদের দায়িত্ব কাউকে দিয়ে যাননি বিধায় ১০০ভাগ পেরোল প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি। উপপরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গোপালগঞ্জ বলেন, গতকালের রিপোর্ট অনুযায়ী গোপালগঞ্জের অর্জন ৯০.৯৫%। তিনি জানান, এজেন্ট ব্যাংকিং এখনো ৫০টি একাউন্ট খোলা হয়নি বিধায় অর্জন ১০০ ভাগ করা সম্ভব হয়নি। পেরোল শতভাগ প্রেরণ না করা প্রসঙ্গে সহকারী পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নড়াইল বলেন, আজকের প্রতিবেদন অনুযায়ী অর্জন ৯৪.৪৫%। খুব শীঘ্রই শতভাগ পেরোল প্রেরণ করা সম্ভব হবে। পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা) আরও বলেন, টাংগাইল, ভোলা, কুড়িগ্রাম, নাটোর, সুনামগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ জেলার পেরোল প্রেরণের হার ৯০ এর নিচে। দ্রুত পেরোল প্রেরণ করতে হবে।

৯.২ লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা, ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াকান্দি, পঞ্চগড় জেলার সদর ও হিলি, তেতুলিয়া, হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর এবং মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর, শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, বড়লেখা ও জুরির পেরোল পাওয়া যায়নি।

৯.৩ প্রথম কিস্তির লাইভ ভেরিফিকেশনের সময় মৃত্যু ও বিবাহজনিত কারণে কতজনকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, তার তথ্য প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটা ছক প্রেরণ করা হয়েছে। ছক মোতাবেক তথ্য ২০ মার্চ ২০২৪ এর মধ্যে প্রেরণ করার জন্য পরিচালক সকলকে অনুরোধ করেন।

৯.৪ ভিক্ষুক পুনর্বাসন বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ২৩৮ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে। রংপুর ৩২ জন, গাইবান্ধা ১২ জন, ঠাকুরগাঁও ১৪ জন মোট ৫৮জন-কে পুনর্বাসন করা হয়েছে। রংপুর-৫৮, ময়মনসিংহ-৩৩ চট্রগ্রাম-১২, বরিশাল-২৭ জন। বরিশালে ১০ জনকে গাভী দেওয়া হয়, ১৭ জনকে হাঁস মুরগী দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা) বলেন যে, মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে যাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে পুনর্বাসিত কেউ আছে কী না যাচাই করে দেখতে হবে। পুনর্বাসিত কেউ পুনরায় ভিক্ষা করলে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক বলেন, ময়মনসিংহ ট্রেন স্টেশনের বাইরে মোবাইল কোর্টে পরিচালনার কথা বলা হয়েছিল, তার অগ্রগতি জানা প্রয়োজন। পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, ময়মনসিংহ জানান, শীঘ্রই নির্দেশনা অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে।

৯.৫ সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখার অতিরিক্ত পরিচালক (বয়স্ক ভাতা) জনাব ফরিদ আহমেদ মোল্লা জানান যে, পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ৪১ লক্ষ ৫১ হাজার জনের বিল ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে টাকা সেবাগ্রহীতাদের নিকট পৌঁছে যাবে।

সিদ্ধান্ত: ১। আগামী ৭ দিনের মধ্যে শতভাগ পেরোল প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

২। ঈদুল ফিতরের আগে মোবাইল ও এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ভাতাভোগীদের ভাতার অর্থ প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়ন: পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা), পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় (সকল), উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় (সকল) ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

১০। **আলোচ্য বিষয়:** প্রতিষ্ঠান অধিশাখার কার্যক্রম সম্পর্কিত

আলোচনা:

১০.১ সভায় পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) জানান যে, ১০ মার্চের মধ্যে বেসরকারি এতিমখানার চাহিদা চাওয়া হয়েছিল, এখনো পাওয়া যায়নি। ৫টি বিভাগ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষ করতে পেরেছে। বরিশাল বিভাগ এখনো আয়োজন করতে পারেনি, যা দ্রুত শেষ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, বরিশাল জানান যে, ১৫ মার্চ ২০২৪ বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।

১০.২ ব্রেইল বইয়ের চাহিদা চাওয়া হয়েছিল। এখনো অনেক জেলা হতে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া অনেক জেলা হতে শিশু পরিবারের মাসিক প্রতিবেদন পাওয়া যাচ্ছে না। মেরামত ও সংরক্ষণের চাহিদা ২০ মার্চের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করাও জরুরি।

১০.৩ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে উপপরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফরিদপুর জানান যে, সরকারি শিশু পরিবার, বায়তুল আমান, ফরিদপুরে ১৭৫ জন শিশু রয়েছে, তবে শিশুদের নামাজ আদায়ের জন্য কোনো মসজিদ নেই। একইভাবে শান্তিনিবাসেও মসজিদ নেই। এ দুটি প্রতিষ্ঠানে মসজিদ স্থাপন করা প্রয়োজন।

১০.৪ পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা জানান যে, অনেক প্রতিষ্ঠানে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে, তাদের উপযুক্ত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত: ১। ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট ও ব্রেইল বই সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

২। শিশুদের জন্য পৃথক নামাজকক্ষ স্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) ও সংশ্লিষ্ট জেলার উপরিচালকগণ।

১১। **আলোচ্য বিষয়:** শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা

জেলা ও উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের সভা নিয়মিতভাবে আয়োজনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত: শিশু কল্যাণ বোর্ডের সভা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় (সকল) ও উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় (সকল)

১২। **আলোচ্য বিষয়:** কার্যক্রম অধিশাখা সংক্রান্ত আলোচনা

আলোচনা: ১। গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি বিষয়ে পরিচালক (কার্যক্রম) জানান যে, সহকারী উপজেলা সমাজসেবা অফিসারদের উপজেলা রোগী কল্যাণ সমিতির অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের নিমিত্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয় বরাবর ইউও নোট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া যাকাত মেলা আয়োজনের বিষয়েও মাঠ পর্যায়ে পত্র প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: ১। সহকারী উপজেলা সমাজসেবা অফিসারদের উপজেলা রোগী কল্যাণ সমিতির অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

২। রোগী কল্যাণ সমিতির তহবিল বৃদ্ধির জন্য জাকাত মেলা আয়োজন করতে হবে।

বাস্তবায়ন: পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও পরিচালক (কার্যক্রম) ও সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালকগণ।

১৩। **আলোচ্য বিষয়:** বিবিধ

আলোচনা:

১৩.১: বিবিধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সহকারী পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কক্সবাজার জানান যে, রোহিঙ্গা শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম কক্সবাজারে পরিচালিত হচ্ছে। তবে এ কার্যক্রমটি মনিটরিং করার জন্য অধিদপ্তর পর্যায়ে কাউকে দায়িত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।

১৩.২: উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ভোলা জনান যে, ফাতেমা খাতুন সরকারি শিশু পরিবার, ভোলার নতুন ভবন নির্মাণের অগ্রগতি জানা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে জনাব মোহাঃ কামরুজ্জামান, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জানান যে, জরাজীর্ণ প্রতিষ্ঠানের তালিকা চাওয়া হয়েছিল। তবে আমার কাছে এ সংক্রান্ত কোনো চাহিদা পৌঁছায়নি।

১৩.৩: উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মৌলভীবাজার বলেন যে, ৬৪ জেলায় পরিচ্ছনতাকর্মীর পদ রয়েছে। এসব পদে আউটসোর্সিং থেকে নিয়োগ প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

১৩.৪: উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, বগুড়া মহাপরিচালক এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, অনেক দিন সশরীরে উপপরিচালক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, যা আয়োজন করা প্রয়োজন।

১৩.৪: উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মাদারীপুর বলেন যে, মাদারীপুর জেলার নবসৃষ্ট ডাসার উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক কোড সৃষ্টি হয়নি। এ বিষয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: ১। জরাজীর্ণ প্রতিষ্ঠানের তালিকা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সদর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

২। নবসৃষ্ট ডাসার উপজেলা ইউনিটে কোড সৃজনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), উপপরিচালক (প্রশাসন/বাজেট ও অর্থ) ও উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় (সকল)।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি অংশগ্রহণকারী সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৩/০৪/২০২৪

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
সভাপতি
ও
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

নম্বর: ৪১.০১.০০০০.০২০.০৬.০০১.২৪.২৩২

তারিখ: ২০ চৈত্র ১৪৩০ / ০৩ এপ্রিল ২০২৪

বিতরণ: সদয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ/কার্যক্রম/প্রতিষ্ঠান/সামাজিক নিরাপত্তা), সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০২। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, Child Sensitive Social Protection in Bangladesh (সিএসপিবি), সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৩। পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় (সকল), ...।
০৪। প্রকল্প পরিচালক, Cash Transfer Modernizatio (CTM)/ সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমনি নিবাস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (১ম সংশোধিত)"/ ৬৪ জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫। কর্মসূচি পরিচালক, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুর্নবাসন কেন্দ্র/প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৬। অতিরিক্ত পরিচালক (সকল).....।
০৭। অধ্যক্ষ, বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র, মিরপুর-১৪, ঢাকা।
০৮। অধ্যক্ষ/উপপরিচালক, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি/আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৯। উপপরিচালক (সকল), ...।
১০। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১/২, অর্থ, ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন/গুদাম, যানবাহন ও সরঞ্জাম) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১। জনাব.....।

বিতরণ : সদয় জ্ঞাতার্থে :

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৪/২০২৪

(রকিব আহ্‌মেদ)
উপপরিচালক
ফোন : ৪৮১১৮৫৬৫
ই-মেইল : dd.pub@dss.gov.bd